ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩, ৩১ আগস্ট ২০২৬

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপাচার্যের সাক্ষাৎ

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম গত ২০ আগস্ট ২০২৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এঁর সঙ্গে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের আহ্বায়ক, সিন্ডিকেট সদস্য ও মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত ২০ বছর মেয়াদি একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচালিত যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, অ্যালামনাই নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

উপাচার্য এসময় মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গৌরবময় অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ফান্ড বৃদ্ধি, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক উন্নয়ন ও অ্যালামনাই নেটওয়ার্কিং জোরদার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তৃতীয় ভাষা, জীববিজ্ঞান, জীবপ্রযুক্তি ও রোবোটিক্স বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও উপাচার্য প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃজনশীলতা, নৈতিকতা, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে বিভিন্ন আবাসিক হল, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চান।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা প্রদানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অ্যালামনাইদের সহযোগিতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। উপাচার্য আগামী জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় সম্ভাব্য সমাবর্তনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান। প্রধানমন্ত্রী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদানে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ এবং এর শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপাচার্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

‘জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ’-এর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন

জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে গত ৫ আগস্ট ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মল চত্বরে ‘জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ’-এর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করেন।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকালে উপাচার্যের সভাকক্ষে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্যদের সম্মানে এক চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন।

পরে টিএসসি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক লুৎফর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ মো. ওয়াসিম আকরাম-এর পিতা শফিউল আলম, শহিদ ফারহান ফাইয়াজের পিতা আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, শহিদ মীর মুগ্ধর পিতা মীর মোস্তাফিজুর রহমান, শহিদ ইয়ামিনের পিতা মহিউদ্দিন এবং শহিদ মো. আবু সাঈদ মিয়ার ভাই আবু হোসেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর সচিব বায়েজিদ বোস্তামি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ম্যানেজার কামরুল হাসান বক্তব্য রাখেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত কয়েকজন শিক্ষার্থী স্মৃতিচারণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম‘জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ’-এর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন।

গবেষণাক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ৬২ জন গবেষককে সম্মাননা প্রদান

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গুগল স্কলার প্রোফাইলে ২হাজার বা তদূর্ধ্ব উদ্ধৃতি (Citation)- প্রাপ্ত ৬২ জন শিক্ষক/গবেষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত ২৭ আগস্ট ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁদের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী এবং ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ সম্মাননাপ্রাপ্তদের পক্ষ থেকে বক্তব্য

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম আগামী ১১ নভেম্বর ২০২৬ দুপুর ১২টায় শুরু হবে। আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম শেষ হবে। গত ২ আগস্ট ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাধারণ ভর্তি কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে ৫টি ইউনিটের মাধ্যমে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিটগুলো হচ্ছে- ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’, ‘বিজ্ঞান ইউনিট’, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’, ‘চারুকলা ইউনিট’ এবং ‘আইবিএ ইউনিট’।

সভায় ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। সময়সূচি অনুযায়ী ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২৬ শনিবার, ‘বিজ্ঞান ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ শনিবার, ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৬ ডিসেম্বর ২০২৬ শনিবার, ‘চারুকলা ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) আগামী ২২ ডিসেম্বর ২০২৬ মঙ্গলবার এবং ‘আইবিএ ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০২৬ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। ‘আইবিএ ইউনিট’ ছাড়া সকল

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

জাতীয় পরিবেশ পদক লাভ করায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)- কে বিশেষ সম্মাননা প্রদান

‘জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫’ লাভ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত ১০ আগস্ট ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. মহিউদ্দিন ও হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কালো দিবস’ পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ২৩ আগস্ট ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালো দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের সাবেক ডিন ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহাসিকভাবেই অন্যায়, নিপীড়ন ও অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

৪-দিনব্যাপী ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন

ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৪দিনব্যাপী ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন গত ২২ আগস্ট ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শেষ হয়েছে। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল ‘পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখে কার্যকর বহুপাক্ষিকতাকে সুসংহত করা।’ সমাপনী অনুষ্ঠানে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, ঢাকাস্থ জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন আবাসিক সমন্বয়কারী ক্যারল ফ্লোর-স্মেরেঝনিয়াক, ঢাকাস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ বিভাগের প্রধান আলবার্তো জিওভানেত্তি এবং এডিবি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর চিংফেং ঝাং সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. রাকিব-উজ-জামান স্বাগত বক্তব্য দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল আহতাব জামিল মাহিন।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি বলেন, সরকার একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এমন একটি অর্থনীতি গড়ে

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

জাতীয় কবি'র মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১২ ভাদ্র ১৪৩৩ (২৭ আগস্ট ২০২৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন।

পরে কবির সমাধি প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত মঞ্চে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাতনি খিলখিল কাজী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখায়। সমাজের বৈষম্য, অনাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শেখায়। সাম্য, সৌহার্দ্য ও শান্তি বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য ধরে রাখার শিক্ষাও আমরা নজরুলের সাহিত্যকর্ম থেকেই পাই। তিনি বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এবং নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য উপাচার্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

চীনের প্রতিনিধিদল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে ১০৫ বছর অতিক্রম করেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি অনুষদ, ৮৪টি বিভাগ এবং বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU), শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়, যৌথ গবেষণা, যৌথ ডিগ্রি ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম রয়েছে। এসব কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি আরও বলেন, আধুনিক বিশ্বে ভাষা শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষার পাশাপাশি কোরিয়ান, জাপানি, জার্মানসহ বিভিন্ন ভাষা শেখানোর কার্যক্রম রয়েছে। বিশেষ করে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে সহযোগিতা আরও জোরদার করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ওয়েস্ট ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ঝাং ইয়ানমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ওয়েস্ট ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে একটি বহুমাত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষা ও গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ইংরেজি, মিয়ানমার/বার্মিজ এবং বাংলা ভাষা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। বাংলা ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমটি সম্প্রতি চালু হয়েছে এবং চলতি বছর সেখানে ১৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে বলে তিনি জানান।

অধ্যাপক ঝাং ইয়ানমেই বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়, যৌথ গবেষণা, যৌথ ডিগ্রি এবং বিভিন্ন একাডেমিক ও গবেষণা প্রকল্পে সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। কৃষি, প্রকৌশল, নতুন মিডিয়া ও ডিজিটাল প্রযুক্তি, শিল্পকলা এবং অন্যান্য আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্রেও দুই বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে কাজ করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও জানান, ওয়েস্ট ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে অনন্য ও বিশেষায়িত স্নাতক কর্মসূচি রয়েছে। এসব একাডেমিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাক্ষাৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুই, ওয়েস্ট ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ইউ লংফেং, ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ-এর পরিচালক হুয়াং জিয়েজং, স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের ডেপুটি পার্টি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি চেন ইংহং এবং একাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ডেপুটি ডিরেক্টর লি জিয়ানবো উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎ শেষে উভয় পক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়েস্ট ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে ভাষা শিক্ষা, একাডেমিক ও গবেষণা সহযোগিতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় এবং যৌথ ডিগ্রি কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

আন্তঃহল দাবা প্রতিযোগিতা

আন্তঃহল দাবা প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে ফজলুল হক মুসলিম হল চ্যাম্পিয়ন এবং জগন্নাথ হল রানার্স-আপ হয়েছে। ছাত্রী বিভাগে কবি সুফিয়া কামাল হল চ্যাম্পিয়ন এবং রোকেয়া হল রানার্স-আপ হয়েছে।

আন্তঃহল ক্যারম প্রতিযোগিতায় ছাত্র এককে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল চ্যাম্পিয়ন এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল রানার্স-আপ হয়েছে। ছাত্রদের দ্বৈত বিভাগে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল চ্যাম্পিয়ন এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল রানার্স-আপ হয়েছে।

ক্যারম প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের একক ও দ্বৈত বিভাগে শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন এবং রোকেয়া হল রানার্স-আপ হয়।

প্রতিযোগিতা শেষে গত ৪ আগস্ট ২০২৬ শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

৬২ জন গবেষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম সূচনা বক্তব্য ও সাইটেশন-এর গুরুত্ব বিষয়ক পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন। অনুষ্ঠানে সকল অনুষদের ডিন, সকল বিভাগের চেয়ারম্যান, সকল ইনস্টিটিউট ও সেন্টারের পরিচালক, প্রক্টর এবং সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষক/গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সম্মাননাপ্রাপ্ত শিক্ষক ও গবেষকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণাধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, শুধু সরকারি অর্থায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই ও ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতা প্রয়োজন। শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০ বছর মেয়াদি একাডেমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। গবেষণার জন্য ১হাজার কোটি টাকা এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ১হাজার কোটি টাকার ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক উন্নয়ন এবং অ্যালামনাই নেটওয়ার্কিং জোরদারের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থার সঙ্গে 'ল্যাব টু ল্যাব' এবং 'রিসার্চার টু রিসার্চার' কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আমরা গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে চাই। এক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মাননাপ্রাপ্ত গবেষকরা হলেন- অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ); অধ্যাপক ড. মো. আবু বিন হাসান সুসান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, অধ্যাপক ড. মো. মমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়েব (রসায়ন বিভাগ); অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফেরদৌস (ফলিত গণিত বিভাগ); অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদির (বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ); অধ্যাপক ড. মো. শরীফ হোসেন (একাউন্টিং বিভাগ); অধ্যাপক ড. সুবর্ণ বড়ুয়া (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ); অধ্যাপক ড. মোঃ রাকিবুল হক (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম্স বিভাগ); অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান, অধ্যাপক ড. রুমানা হক ও অধ্যাপক ড. এম নিয়াজ আসাদ উল্লাহ (অর্থনীতি বিভাগ); অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেন ও অধ্যাপক ড. মো. রবিউল হক (পপুলেশন সায়েন্সস বিভাগ); অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান (ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ); অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন (উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ); অধ্যাপক ড. গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ); ইউজিসি অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সেরাজ, অধ্যাপক ড. এ এইচ এম নুরুন নবী, অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন ও অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ); অধ্যাপক ড. মুনাওয়ার সুলতানা (অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ); অধ্যাপক ড. মো. মনিরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান ও অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুল্লাহ আল-মামুন (মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ); অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ ও অধ্যাপক ড. আবুল বাশার মীর মোহাম্মদ খাদেমুল ইসলাম (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ); অধ্যাপক ড. এম. রেজাউল ইসলাম (পাবলিক হেলথ্ বিভাগ); ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ, অধ্যাপক ড. মো. শাহ এমরান ও অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ (ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ); অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান (ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগ); অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ ও অধ্যাপক ড. মো. আজিজ হাসান (ভূতত্ত্ব বিভাগ); অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ (সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ); সহযোগী অধ্যাপক ড. মাইনুল হোসেন (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ); অধ্যাপক ড. এ. এম. সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক ড. পাপিয়া হক, অধ্যাপক ড. মিঠুন সরকার, অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের মল্লিক, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. নুরুজ্জামান খাঁন ও সহযোগী অধ্যাপক ড. তাছলিম উর রশিদ (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ); অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু ও অধ্যাপক ড. চৌধুরী ফারহান আহমেদ (কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ); সহকারী অধ্যাপক ড. অনিমেষ পাল (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ); অধ্যাপক এ এ এম কাওসার হাসান (ভাস্কর্য বিভাগ); সহযোগী অধ্যাপক দেবাশীষ পাল (সিরামিক বিভাগ); অধ্যাপক রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম (গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ); অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন (শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ); অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবাল আলী (অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ); অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ (সিরামিক বিভাগ); অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সফিকুর রহমান (পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট); ড. গাজী নুরুন নাহার সুলতানা, ড. মো. লতিফুল বারী ও ড. সমীরন ভট্টাচার্য্য (সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস)।

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি আবেদন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ১২:৩০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। 'আইবিএ ইউনিট'-এর ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। 'চারুকলা ইউনিট' এবং 'আইবিএ ইউনিট' ব্যতীত অন্য ৩টি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকাসহ ৮টি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় কেন্দ্রসমূহ হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

সভায় চারুকলা ইউনিট এবং আইবিএ ইউনিট ছাড়া অন্যান্য ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ৬০ নম্বরের MCQ এবং ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চারুকলা ইউনিটের পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের MCQ এবং ৬০ নম্বরের অঙ্কন পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আইবিএ ইউনিটের পরীক্ষায় ৭০ নম্বরের MCQ এবং ৩০ নম্বরের বর্ণনামূলক পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চারুকলা ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৩০ মিনিট এবং অঙ্কন/লিখিত পরীক্ষার জন্য ৬০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আইবিএ ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৯০ মিনিট এবং বর্ণনামূলক পরীক্ষার জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

অন্যান্য ইউনিটের MCQ পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ৪৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১২০ নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। এরমধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ এবং মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলের উপর থাকবে ২০ নম্বর।

ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে ২০২১ থেকে ২০২৪ সন পর্যন্ত মাধ্যমিক/সমমান এবং ২০২৬ সনের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) 'বিজ্ঞান ইউনিট'-এর জন্য মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৮ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.৫ থাকতে হবে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মানবিক ও বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীরাও এই ইউনিটে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.০ থাকতে হবে।

'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট'-এর জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ থাকতে হবে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীরাও এই ইউনিটে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল বিজ্ঞান শাখার জন্য ন্যূনতম ৮.০, আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.৫ এবং বাণিজ্য শাখার জন্য ন্যূনতম ৭.৫, আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.০ থাকতে হবে।

'ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট'-এর জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৭.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ থাকতে হবে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার জন্য ন্যূনতম ৭.৫, আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.০ থাকতে হবে।

'চারুকলা ইউনিট'-এর জন্য জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৬.৫ এবং আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০ থাকতে হবে।

সভায় ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান ইউনিটের ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের কারিকুলাম অনুযায়ী আলাদা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ক্লাস ২৮ মার্চ ২০২৭ তারিখে শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪-দিনব্যাপী ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তুলতে চাই, যা প্রধানত জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। একইসঙ্গে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি দায়িত্বশীল ও সহযোগিতামূলক অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এই কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তিনি তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রকৃত ভিত্তি স্বচ্ছতার মাঝেই নিহিত। সততা ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে একটি পরিবর্তিত নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ শনাক্ত ও পুনরুদ্ধারের বিষয়টিকে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলোর সঙ্গে সরকার যৌথভাবে কাজ করছে। এ কাজে সহযোগিতার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তরুণরা কেবল কোন এক প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের জন্য নয়, তারা বর্তমান সময়েই সঠিক বিচার-বিবেচনা, দায়িত্ববোধ ও দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় দিতে সক্ষম। তরুণরা যেমন নিজেদের সংগঠিত করতে পারে, তেমন দায়িত্বশীল পদধারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে। একইভাবে তরুণরা অত্যন্ত সীমিত সম্পদ দিয়েও নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। তরুণদের উৎসাহ প্রদান ও স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫শ' শিক্ষার্থী ৪-দিনব্যাপী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। লিঙ্গ বৈষম্য, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, মানবাধিকার, মানবপাচার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, অভিবাসন নীতি, ভূ-রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা এই সম্মেলনে আলোচনা করেন।

মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধিদল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আইন অনুষদের সহযোগিতায় আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করেন। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার ও পাবলিক লেকচার আয়োজনের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাংবিধানিক আইনের উপর যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং ডুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাবনা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুঘল আমলের মুসা খান মসজিদ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণের জন্য ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঐতিহ্য সংরক্ষণে আরও প্রকল্প গ্রহণে তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুঘল আমলের মুসা খান মসজিদ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণের জন্য ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঐতিহ্য সংরক্ষণে আরও প্রকল্প গ্রহণে তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত মিস লিস্টইয়োওয়াতি গত ১৩ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ ইন্দোনেশিয়া দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. সাহিদ নূরকরিম এবং একই দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর মি. আহমদ সাইফুদ্দিন এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠককালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও বেশি সংখ্যক ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষার্থী ভর্তি এবং তাদের বৃত্তি প্রদান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও বৃত্তি প্রদানের বিষয়েও রাষ্ট্রদূত আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া, ইন্দোনেশিয়ার ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ইন্দোনেশিয়ান কর্নার' স্থাপনের বিষয়ে তিনি উপাচার্যের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজের কল্যাণে ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি, দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে আরও বেশি যৌথ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণের ওপরও তিনি জোর দেন।

বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর যৌথ ডিগ্রি কর্মসূচি চালুর সম্ভাবনার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যৌথ উদ্যোগে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি এবং সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত

ভারতে নিযুক্ত লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত মিস ডায়ানা মিকেভিসিয়েন গত ১৭ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় একই দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন মি. লুকাস কিসিলিয়াস তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠককালে তাঁরা লিথুয়ানিয়া-সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সৌর-প্রযুক্তি, জৈব-প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লিথুয়ানিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বৈত ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁরা শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরের জন্য লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান এবং তরুণদের জন্য আরও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিকে অবহিত করেন। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং লিথুয়ানিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। দুই দেশের মধ্যে কার্যকরভাবে গবেষণা সহযোগিতা বৃদ্ধিতে তিনি 'ল্যাব টু ল্যাব' কর্মসূচি গ্রহণের ওপরও জোর দেন। লিথুয়ানিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃত্তি প্রদানে তিনি রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেন।

জাপানের প্রতিনিধিদল

জাপানের বৃহত্তম শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর উপ-পরিচালক মি. জুম্পেই তানিগুচির নেতৃত্বে ২-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৩ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য ছিলেন জাপানের রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মি. কোয়ো তোকুরিকি।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল এবং ড. মো. মনির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত 'ক্লিন ঢাকা ক্যাম্পেইন' পরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া, জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাবনা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং 'ক্লিন ঢাকা ক্যাম্পেইন' কর্মসূচি বাস্তবায়নে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

জাতীয় পরিবেশ পদক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইসলাম বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-এর ছেলে-মেয়ে ও অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫' লাভ করায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁর এই অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার অত্যন্ত গর্বিত। গবেষণার এই ধারা অব্যাহত রেখে তিনি দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরও সুনাম বয়ে আনবেন এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ্বমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি অন্য শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য, পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অসাধারণ অবদানের জন্য গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫' লাভ করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গত ৭ জুন ২০২৬ এসংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। গত ৯ জুলাই ২০২৬ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিকট থেকে তিনি 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২৫' গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম পরিবেশ, বায়ু দূষণ ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রায় ২৫ বছর যাবৎ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বায়ু দূষণ, Atmospheric Science, জলবায়ু পরিবর্তন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা পরিচালনা করে তিনি বাংলাদেশের বায়ুর মানোন্নয়ন, দূষণের উৎস শনাক্তকরণ ও এসংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম দেশ-বিদেশে অসংখ্য সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৫০টিরও বেশি থিসিস তত্ত্বাবধান করেন।

'জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ'

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি জুলাইয়ের সকল শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন, আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং শহিদ পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তিনি বলেন, জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে, দুঃশাসন ও বৈষম্যের মাধ্যমে কোনো শাসনব্যবস্থা দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মূল শিক্ষা হলো বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি আরও বলেন, জুলাইয়ের ইতিহাস ও আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে 'জুলাই স্মৃতি স্তম্ভ' নির্মাণ, 'জুলাই কর্নার' স্থাপন, আলোকচিত্র ও গ্রাফিতি সংরক্ষণ, জুলাই যোদ্ধা ও আহত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে গণতন্ত্র, সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ মো. ওয়াসিম আকরাম-এর পিতা শফিউল আলম, শহিদ ফারহান ফাইয়াজের পিতা আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, শহিদ মীর মুঞ্চর পিতা মীর মোস্তাফিজুর রহমান, শহিদ ইয়ামিনের পিতা মহিউদ্দিন এবং শহিদ মো. আবু সাঈদ মিয়ার ভাই আবু হোসেনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

'কালো দিবস' পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় সোচ্চার থেকেছে। তিনি বলেন, ২০০৯ সালের সিনেট অধিবেশনে ২৩ আগস্টকে 'কালো দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য শুধু অতীতের একটি ঘটনাকে স্মরণ করা নয়; বরং এর অন্যতম লক্ষ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্যায়, নিপীড়ন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার শিক্ষা দেওয়া।

ইরানের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ড. জালিল রাহিমি জাহানাবাদি গত ১৯ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর মাহদি মৌলায়ী আরানি তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠককালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম জোরদার করার সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ফারসি ভাষা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আরও বেশি ভিজিটিং প্রফেসর, শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে।

মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধিদল

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক ডিপ্লোমেসি সেকশনের পাবলিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক মি. স্কট হার্টম্যানের নেতৃত্বে ৬-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন - একই দূতাবাসের মি. জেমস এ. স্টুয়ার্ট, রায়হানা সুলতানা, ফারোহা সোহরাওয়ার্দী, মো. ইকবাল মাহমুদ এবং এ. কিউ. এম. মুশফিক হাসান।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

চীনের প্রতিনিধিদল

চীনের ওয়েস্ট ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ঝাং ইয়ানমেই-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত ২৪ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন সভাকক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য ওয়েস্ট ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা দুই দেশের এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে পারে।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং দেশের (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

চীনের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল

চীনের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. চেন ঝিমিন-এর নেতৃত্বে ৭- সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৪ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিং ঝাং, অধ্যাপক ইন ঝিগুয়াং এবং অধ্যাপক ঝেং ইউ এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রাকিবুল হক এবং কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুই এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক 'দ্বৈত ডিগ্রি প্রোগ্রাম' চালুর সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করেন। 'এআই গভর্ন্যান্স' বিষয়ক একাডেমিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভিজিটিং ফেলো' নেওয়ার বিষয়ে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে চীনা প্রতিনিধিদলের প্রধান আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এছাড়া, যৌথ গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ এবং উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। গবেষণার মানোন্নয়নে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ও গবেষণালব্ধ তথ্য বিনিময়ের ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন।

অধ্যাপক ড. মো. ছগীর আহমেদের জাতীয় মৎস্য পদক লাভ

মৎস্যসম্পদ গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ছগীর আহমেদ 'জাতীয় মৎস্য পদক-২০২৬ (স্বর্ণপদক)' লাভ করেছেন। মৎস্যসম্পদ গবেষক ও বিজ্ঞানী ক্যাটাগরিতে তিনি এই পদক লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত ১৬ আগস্ট কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার আচমিতা ইউনিয়নের জর্জ ইনস্টিটিউট মিনি স্টেডিয়াম মাঠে আয়োজিত জাতীয় মৎস্যপক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পদক তুলে দেন।

জাতীয় মৎস্য পদক লাভের পর অধ্যাপক ড. মো. ছগীর আহমেদ গত ১৭ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম জাতীয় মৎস্য পদক লাভ করায় অধ্যাপক ড. মো. ছগীর আহমেদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁর এই অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার অত্যন্ত গর্বিত। পরিবেশ সংরক্ষণ ও মৎস্য খাতের উন্নয়নে ভবিষ্যতেও তিনি গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবেন বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মো. ছগীর আহমেদ বর্তমানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির মহাপরিচালক হিসাবে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন। 'রূপালি মৎস্য, স্বনির্ভর দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর মৎস্য পক্ষ পালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের উদ্বোধন

জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) এবং জাপান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থা (জেএসটি) - এর অর্থায়নে "হাওরের বন্যা পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৭ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে গবেষণা প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। কাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তোরু তেরাও-এর নেতৃত্বে জাপান থেকে আগত চার সদস্যের একটি গবেষক দল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। দলের অন্য সদস্যরা হলেন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাইচি হায়াশি, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কিগুচি মাসাশি এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প সহকারী অধ্যাপক ড. মো. রেজোয়ানুল ইসলাম ফাহিম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাতিমা আক্তার বাংলাদেশের এবং কাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তোরু তেরাও জাপানের প্রধান গবেষক হিসেবে প্রকল্পটি যৌথভাবে পরিচালনা করছেন। তাদের যৌথ নেতৃত্ব বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যকার শক্তিশালী অ্যাকাডেমিক অংশীদারিত্ব ও বাংলাদেশের বন্যা-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাস্তবসম্মত ও টেকসই সমাধান তৈরির অভিন্ন অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। প্রকল্পটি তরুণ গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত গবেষণায় যুক্ত হওয়া এবং বাংলাদেশ ও জাপানের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সহযোগিতা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চও তৈরি করবে। এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা সক্ষমতা জোরদার করবে এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশেষ করে, প্রকল্পটি বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের জন্য বন্যা পূর্বাভাস এবং পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নতির উপর মনোযোগ দেবে, যেখানে আকস্মিক বন্যা দ্রুত সৃষ্টি হতে পারে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে। উন্নত গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্পটি জাতীয় পর্যায়ে আরও নির্ভরযোগ্য, কার্যকর এবং টেকসই বন্যা পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় অবদান রাখার লক্ষ্য রাখে।

প্রকল্পটি একটি শক্তিশালী বহুশাস্ত্রীয় এবং বহু-প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্বকে একত্রিত করেছে। বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডবিউডিবি), বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম), স্পারসো, সার্ভে অফ বাংলাদেশ (এসওবি) এবং ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (আইডবিউএম)। জাপানি অংশীদারিত্বের মধ্যে রয়েছে কাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোচি বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদের উদ্যোগে ''বৃক্ষরোপণ ও পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস অভিযান'' শীর্ষক কর্মসূচি গত ১৪ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্যের বাসভবন সংলগ্ন মল চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম, ইসলামে শান্তি, প্রগতি, সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার ও নারীর মর্যাদা বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল গত ২৬ আগস্ট ২০২৬ বাদ যোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ 'মসজিদুল জামি'আয়' অনুষ্ঠিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় প্রধান অতিথি এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহা. মিজানুর রহমান ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আলোচনায় অংশ নেন। মোনাজাত পরিচালনা করেন সিনিয়র ইমাম খতিব হাফেজ মওলানা নাজীর মাহমুদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ে তুলতে পারলেই সমাজে শান্তি আসবে।

তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল আমিন অর্থাৎ সত্যবাদী। অথচ বিনা কারণে আমরা মিথ্যা কথা বলি। নিঃস্বার্থ হওয়ার পরিবর্তে আমরা স্বার্থপর হই। পরমতসহিষ্ণুতার পরিবর্তে আমরা অসহিষ্ণু হই। অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনের পরিবর্তে জুলুম করি।

উপাচার্য বলেন, মহানবী (সা.) ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মহামানব। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সমাজে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মিথ্যা কথা, অপবাদ, অন্যায়, অপকর্ম, হিংসা, বিদ্বেষ, উগ্রতা, অহংকার ও অহমিকা পরিহার করতে হবে। আমাদের কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে মহানবীর আদর্শের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারলেই সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হবে।

'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক' ও বৃত্তি প্রদান

২০২২ ও ২০২৩ সালের বি.এ. সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের ২জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক' লাভ করেছেন। এছাড়া, ২০২৩-২০২৪ সালের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ১১জন শিক্ষার্থী 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি বৃত্তি' লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম গত ১১ আগস্ট ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের স্পেশাল কনফারেন্স কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক ও সনদপত্র তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং এসিআই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা এম আনিস উদ দৌলা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। 'সুরের ধ্রুবতারা: সুর সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগম' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন দি ডেইলি স্টার-এর চিফ কালচার ইনিশিয়েটিভস্ ও 'জেমস অব নজরুল'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাদিয়া আফরিন মল্লিক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. প্রিয়াংকা গোপ। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রয়াত শিল্পী ফিরোজা বেগমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, দেশের সংগীত জগতের উন্নয়ন ও বিকাশে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর এই অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ও বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, শিল্পী ফিরোজা বেগমের গুণাবলী ও মূল্যবোধ ধারণ করে আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, নূরেজান্নাত আফরিস ও অর্পিতা দে।

ফিরোজা বেগম স্মৃতি বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- রুশদা জাহান রুহি, অতসী দে, পুষ্পিতা রায় পুষ্প, ভাগ্যশ্রী চক্রবর্তী, মায়শা ফারজানা ঐশী, দীপ দাশ, শেখ জেরিন শবনম, রাতুল দে দীপ্ত, পূর্বাশা মন্ডল, অর্পিতা সিকদার ও মায়েশা সুলতানা উর্বি।

চীনা শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আগ্রহ বাড়ছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াশোনার প্রতি চীনা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। গত তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলা ভাষার বিশেষ কোর্সে অংশগ্রহণকারী চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫ থেকে বেড়ে ২৬ জনে উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি শেখার সুযোগও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চীনা শিক্ষার্থীরা গত ২৪ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর অফিস সংলগ্ন সভাকক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপাচার্য বাংলাদেশ এবং

চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারে ভাষা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সাক্ষাৎকালে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামালসহ ইনস্টিটিউটের অন্যান্য শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার ও বন্ধুত্বপূর্ণ। চীন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন অংশীদার। দুই দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব আরও গভীর করতে ভাষা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপাচার্য বলেন, বর্তমান সরকারের তৃতীয় ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বিদেশি ভাষা শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চীনা, জাপানি, কোরিয়ানসহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার বিশেষ কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা গত তিন বছরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০২৪ সালে চীনের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়-Guangdong University of Foreign Studies ও Yunnan Minzu University থেকে মোট ১৫ জন শিক্ষার্থী এ কোর্সে অংশ নেন। ২০২৫ সালে Yunnan Minzu University, Yunnan University ও Beijing Foreign Studies University থেকে মোট ১৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। চলতি ২০২৬ সালে Yunnan Minzu University, Yunnan University, Communication University এবং Guangdong University of Foreign Studies থেকে মোট ২৬ জন শিক্ষার্থী বাংলা ভাষার বিশেষ কোর্সে অংশ নিচ্ছেন।

অর্থাৎ, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিখতে আসা চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ভাষা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রতিফলন বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ফজলুল হক স্টুডেন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন সাপোর্ট ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগে 'ফজলুল হক স্টুডেন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন সাপোর্ট ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। প্রয়াত পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর অনুদানের একটি চেক গত ১১ আগস্ট ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী'র সভাপতিত্বে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের চেয়ারম্যান সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম, ফরিদুর রেজা সাগরের সহোদর চ্যানেল আই-এর নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) মুহাম্মদ মাসুদ ও রন্ধন বিশেষজ্ঞ কেকা ফেরদৌসী, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষক ও সাংবাদিক রেজানুর রহমান, মীর মাসরুর জামান এবং আবদুল্লাহ জেয়াদ-সহ টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েট প্রোডাকশন নির্মাণের জন্য এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে এই ট্রাস্ট ফান্ড সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অ্যালামনাই ও ইন্ডাস্ট্রির সম্পর্ক আরও জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। টেলিভিশন চ্যানেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করেন।

অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী গত ২৪ আগস্ট ২০২৬ চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে উদ্বোধন করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮